ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আমার বিপদে সবার আগে শাহরুখই এগিয়ে আসবেন: দীপিকা

পৃঃ ৫

এমবাপ্পের জোড়া গোল, তবুও হারলো পিএসজি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৬১ ● কলকাতা ● ০৩ আশ্বিন, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরের খরচ কত, জানতে চেয়ে আইনে চিঠি শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পেন এবং দুবাই সফর বাবদ রাজ্যে সরকারের কত খরচ হল তা জানতে চাইলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।তবে শুভেন্দুরা সেই প্রশ্ন তোলেননি। তাঁদের মৌলিক আগ্রহ সফরের খরচ নিয়ে। গত কয়েকদিন ধরে নিয়ম করে প্রতিটি জায়গায় শুভেন্দু দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরে অফিসিয়ালি ২০ কোটিরও বেশি টাকা খরচ হয়েছে। এমনকী স্পেনে দাঁড়িয়ে শালবনিতে জিন্দলদের ফেলে রাখা জমিতে আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইস্পাত প্রকল্পের ঘোষণাকেও 'ঢপের চপ' বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

রাজ্য শিল্প দফতরের দাবি, স্পেনের একাধিক শিল্প সংস্থা ইতিমধ্যেই বাংলায় শিল্পস্থাপনে বিনিয়োগের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে তাঁর সবিস্তার কথা হবে। বিশেষ করে লুলু গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে আগ্রহ রয়েছে নবান্নের।

বিরোধী দলনেতা এদিন বলেন, 'আমি নিয়মমাফিক তথ্যের অধিকার আইনে তথ্য চেয়েছি সরকারের থেকে। এ ব্যাপারে নবান্ন সহযোগিতা না করলে আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করব।'তথ্য জানার অধিকার আইনে রাজ্যর পাবলিক ইনফরমেশন অফিসারের কাছে এ বিষয়ে তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি।কেন এমন চিঠি, বৃহস্পতিবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে তার ব্যাখ্যাও

এরপর ৩ পাতায়

ওবিসি সংরক্ষণ চান সনিয়ারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মনমোহন সরকারের আমলে মহিলা সংরক্ষণ বিলে ওবিসি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের দাবি মেনে নেয়নি কংগ্রেস। এই কারণেই মুলায়ম সিংহ যাদব, লালু প্রসাদেরা ওই বিলের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে মনমোহন সরকারের মহিলা সংরক্ষণ বিল ২০১০ সালে রাজ্যসভায় পাশ হলেও লোকসভায় পাশ করানো যায়নি।লোকসভায় ঢোকার আগেই সনিয়া বলেছিলেন, মহিলা সংরক্ষণ রাজীব গান্ধীর স্বপ্ন ছিল। লোকসভায় সনিয়া বলেন, ''আমার জীবনে এটা আবেগপূর্ণ মুহূর্ত। আমার জীবনসাথী রাজীব গান্ধী প্রথম সংবিধান সংশোধন করে পুরসভা, পঞ্চায়েতে মহিলা সংরক্ষণ করে বিল এনেছিলেন। রাজ্যসভায় সেই বিল সাতটি ভোটের জন্য পাশ হয়নি। পি ভি নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার তা পাশ করিয়েছিল। রাজীবের স্বপ্ন অর্ধেক পূর্ণ হয়েছিল। এই বিল পাশ হলে তা পূর্ণ হবে।"

কেন বিল কার্যকর করাতে দেরি করা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সনিয়া। তিনি বলেন, এই বিল এখনই কার্যকর না হলে দেশের মহিলাদের প্রতি অবিচার হবে। রাহুল বলেন, "এই বিলে বলা হচ্ছে, মহিলা সংরক্ষণের আগে জনগণনা দরকার, আসন পুনর্বিন্যাস দরকার। অথচ এই বিল এখনই কার্যকর করা যায়। এখনই মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করুন। জাতিগণনা করুন।" ইউপিএ সরকারের আমলে আর্থ-সামাজিক জাতগণনা হলেও তার ফল প্রকাশ করা হয়নি। রাহুল আজ হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "জাতগণনার ফল প্রকাশ করুন, না হলে আমরা করব।"মোদী সরকারের মহিলা সংরক্ষণ বিলে সমর্থন জানালেও সনিয়া-রাহুল লোকসভায় প্রশ্ন তুললেন, কেন মহিলা সংরক্ষণ বিল এখনই কার্যকর করা হচ্ছে না? বহু বছর পরে সনিয়া আজ

এরপর ৩ পাতায়

শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় মুখবন্ধ খামে ইডি'র রিপোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : করোনা পরিস্থিতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রাজ্যের শিল্প এবং কাজের অভাব কতখানি। এরমধ্যে টিমটিম করে আশার আলো জিইয়ে রেখেছে বিভিন্ন সরকারি চাকুরি। কিন্তু তাতেও আর রক্ষা কোথায়! প্রশ্নপত্র ফাঁস, উত্তরপত্র বেমালুম লোপাট করে দেওয়া থেকে সদ্যই নজরে এসেছে নিয়োগ দুর্নীতি।উল্লেখ্য লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। দুর্নীতিকাণ্ডের মূল হোতাদের একজন তিনি। তাই ইতিমধ্যেই হাজতবাস চলছে তার। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই ইডির আতশকাচের সামনে এসেছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস। উল্লেখ্য, সংস্থাটির দপ্তরে ম্যারাথন তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। সেখান থেকে বেশ কিছু তথ্য তারা হাতে পেয়েছেন।

কোর্টে যে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে সেখানে ২০২০-২১ সালের মধ্যে এই এসডি এন্টারপ্রাইজ□রে সঙ্গে লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের ৯৫ লক্ষ ১ হাজার টাকা লেনদেন হয়েছে। কবে কত টাকার লেনদেন, তা-ও চার্জশিটে জানিয়েছে ইডি। তল্লাশির পর এই তথ্য ইডির হতে আসে এবং তারপরই চার্জশিটের মাধ্যমে কোর্টে সেই তথ্য জানায় ।আর সেই নিয়ে বেশ কিছু সময় ধরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি।

নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় শাসক দলের একাধিক রাঘব

এরপর ৩ পাতায়

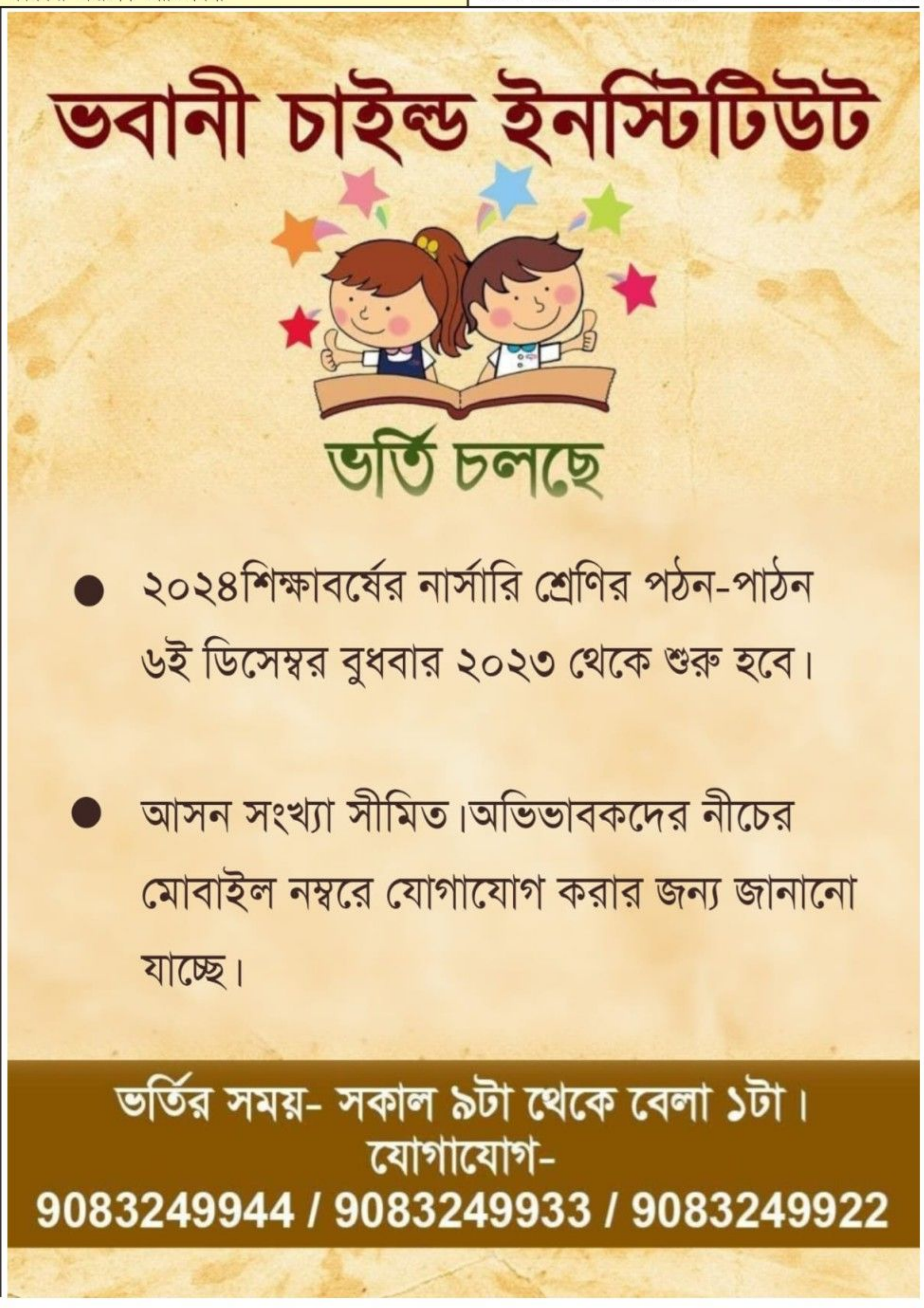

মাদ্রিদের অধীন নয়, বার্সেলোনার স্বপ্নে স্বাধীনতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : স্পেন সফরে একদিকে রাজ্যের জন্য বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা। মমতার হাত ধরে এবার বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ঐতিহাসিক বাণিজ্য সম্মেলনে পরিণত হতে চলেছে আগামী নভেম্বর মাসে। স্পেনের বার্সিলোনা সফর চলাকালীন শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সময় থেকে খানিকটা সময় বের করে ৭০ বছরে পা দেওয়া সুরুচি সংঘের পুজোর জন্য থিম সং কম্পোজ করে ফেললেন মমতা।এছাড়াও জানা প্রতি বছরের মতো এই বছরেও সুরুচি সংঘ ক্লাবের থিম সং প্রকাশ পাবে কিছুদিন পর। গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে দক্ষিণ কলকাতার শ্রেষ্ঠতম থিম পুজো হিসেবে নিজেদের জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছে সুরুচি সংঘ ক্লাব। সুরুচি সংঘ মনেই অন্যতম সেরা ভাবনার থিম পুজো। কাপড় হোডিংয়ের মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জন করার ভাবনা এবারেও সুরুচি সংঘ ক্লাবকে একটা দুর্গোতসবে প্রতিবারের মত অন্য মাত্রা দেবে বলে মনে করছে ক্লাব কমিটির সদস্যরা।সুরুচি সংঘের এবার থিম হল, 'মা তোর একই অঙ্গে এতো রূপ'। এই থিম নিয়েই সামগ্রিক থিম সঙটি কম্পোস্ট করেছেন বরাবরের মতো মমতা। সুরুচি সংঘের থিম সং প্রতিবার তিনিই সৃষ্টি করেন। এবারও স্পেন সফরে নিজে থাকলেও সুরুচি সংঘের থিম সং কম্পোজ করার সময় ঠিক বের করে নিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সুরুচি সংঘ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস বুধবার তাদের এবারের থিম ও পোস্টার রিলিজ অনুষ্ঠানের পরে এই তথ্যই তুলে ধরেছেন।উল্লেখ্য, এই বছর সুরুচি সংঘ ক্লাব তাদের পুজো থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে প্লাস্টিক বর্জন করার মতো অভিনব বিষয়কে। এবারের তাদের থিমের নাম 'মা তোর একই অঙ্গে এতো রূপ'। যে সময়ে গোটা বিশ্বে প্লাস্টিক ব্যবহার যাতে কম করা যায় তার অনবরত চেষ্টা করে চলেছে, সেই একই সময়ে দাঁড়িয়ে ক্লাবের পক্ষ থেকে গোটা বাংলা জুড়ে হোডিং হিসেবে কাপড়কে ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু ক্লাব কর্তৃপক্ষই যে প্লাস্টিকের ব্যবহার করবে না, তা নয় যারা পুজো দেখতে আসবেন সেই সকল দর্শনার্থীরাও প্লাস্টিক হাতে করে যেন পুজো দেখতে না আসেন তার আবেদন জানাবে ক্লাব কমিটি। কিছু ক্ষেত্রে কাপড়ের বদলে ক্যানভাসের ব্যবহারও করছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। দৈনন্দিন যেকোনও কাজের ক্ষেত্রেই প্লাস্টিক এমন একটি উপাদান যাকে আমরা চাইলেও সহজে বাদ দিতে পারি না। কিন্তু সমাজের মানোন্নয়নে প্লাস্টিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই ধারনাকে পাল্টে দিয়ে এবার সম্পূর্ণ প্যান্ডেলটিকেই প্লাস্টিক বিহীন ভাবে তৈরী করার চেষ্টা চালাচ্ছে সুরুচি সংঘ ক্লাব কমিটির সদস্য সহ শিল্পীরা।বুধবার মেঘলা আবহাওয়া সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিকে তোয়াক্কা না করে সুরুচি সংঘ ক্লাবের সামনে আয়োজিত হল তাদের ৭০তম বর্ষ উপলক্ষে পুজোর থিম প্রকাশের অনুষ্ঠান। যেখানে উপস্থিত ছিলেন সুরুচি সংঘ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস। শিল্পী গৌরঙ্গ কুইলা, এবং ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। সুরুচি সংঘ ক্লাব কমিটির সদস্যদের মতে প্রকৃতি হল মা -এর রূপ। তাই মাতৃ আরাধনার মাধ্যমেই এই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চায় ক্লাব কমিটির সদস্যরা। সেক্ষেত্রে আগে যেখানে গোটা বাংলা জুড়ে প্রায় তিনশোটা হোডিং লাগানো হতো তার বদলে কিছুটা কম হোডিং লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন ক্লাব কমিটির সদস্যরা। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের থিম সং কম্পোজ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। স্পেন সফরের মধ্যেই তিনি সময় বের করে নিয়েছেন আমাদের ক্লাবের জন্য।এবারে আমাদের সম্পূর্ণ প্যান্ডেল থেকে শুরু করে হোডিং পর্যন্ত সমস্ত বিষয়টিকে প্লাস্টিক ব্যবহার করা থেকে যাতে বিরত রাখা যায় তার পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনাকে কার্যকলাপে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দর্শনার্থীরাও যাতে মণ্ডপ চত্বরে প্লাস্টিক ব্যবহার না করেন সে দিকেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' প্লাস্টিক ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ প্যান্ডেল উপস্থাপন করার বিষয়টি বাকিদের কাছে একটি শিক্ষনীয় ভাবনা হবে বলে মনে করছে পুজা কমিটি গুলি। প্যান্ডেল তৈরীতে এই প্লাস্টিক বর্জনের বিষয়টি নিয়ে শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইলা জানিয়েছেন, তিনি প্লাস্টিক যতটা সম্ভব ব্যবহার না করেই তার শিল্পসত্তাকে ফুটিয়ে তোলেন। তবে এক্ষেত্রে যেখানে সম্পূর্ণ প্যান্ডেল তৈরীর দায়িত্ব রয়েছে সেক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে কিছু উপাদান ব্যবহার করা হবে। তবে সেই বিকল্প উপাদান প্রসঙ্গ বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ক্ষুদ্র কৃষকদের আয় এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির জন্য

$2 মিলিয়ন অনুদান সহ ওয়ালমার্ট ফাউন্ডেশন গ্রামীণ ফাউন্ডেশনের পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে মান্ডি-II লঞ্চকে সমর্থন করে

Kolkata, 20th September,2023: নিউজ সারাদিন : গ্রামীণ ফাউন্ডেশন আজ ঘোষণা করেছে যে তারা ডিজিটাল ইনোভেশন এর মাধ্যমে ই-সক্রিয় বাজার অ্যাক্সেস (মান্ডি) প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি আরও গভীর করবে। ওয়ালমার্ট ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে $2 মিলিয়ন অনুদানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ সম্ভব হয়েছে। মান্ডি-II এর লক্ষ্য হল পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গেএর কৃষকদের, বিশেষ করে মহিলা কৃষকদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা এবং কৃষক উৎপাদনকারী সংস্থা গুলোর (এফ পিওজ) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

গ্রামীণ ফাউন্ডেশন মান্ডি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে কাজ করেছিল, যা ওয়ালমার্ট ফাউন্ডেশন দ্বারা ও সমর্থিত, বাজারের সংযোগ সহজতর করে, অর্থ, ডেটা এবং প্রযুক্তিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং বিশেষ করে মহিলা শেয়ারহোল্ডারদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। উত্তরপ্রদেশের ৪০টি এফ পিও-এর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। গ্রামীণ কর্তৃক রিপোর্ট করা মান্ডি ফেস ও পর্যায়ের অর্জনগুলি অন্তর্ভুক্ত:

- জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং: ৮,৩০০ এরও বেশি মহিলা এফ পিও-তে নতুন সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছে; ৪০ টির মধ্যে ১৮টি এফপিওতে এখন কমপক্ষে ৪০% মহিলা সদস্য পদ রয়েছে, যেখানে বেসলাইনে ১২.৫% ছিল। মোট ১৪২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজিএস) ২৫টি এফপিও-র সাথে যুক্ত হয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্ত মূল্য শৃঙ্খল, যেমন মোরিঙ্গা, মরিচ, ঔষধি গাছ, অ্যালোভেরা এবং দুগ্ধজাত পণ্যের পাশাপাশি উৎপাদন চেইন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেমন লাউ এর মিষ্টি এবং বিকল্প জৈব সার হিসেবে ভার্মিকম্পোস্ট।
- কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ: আনুমানিক ৯,৬০০ কৃষক এফ পিও দ্বারা গৃহীত ১৪টি কৃষি প্রযুক্তি থেকে উপকৃত হয়েছে। এই প্রযুক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল, জলবায়ু-স্মার্ট, এবং মহিলাদের প্রতি অনুকূল সমাধান যেমন আরডাব্লুসিএম , রাইস ডক্টর, রাইস এক্সপার্ট, ওয়ান্ডার পাইপস, ডিবলার্স, কোনো উইডার, মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য ফাসল অমৃত, মাইক্রো-নিউট্রিয়েনট অ্যাক্টিভেশনের জন্য বায়ো সয়েলজ এবং ন্যানো ইউরিয়া নাইট্রোজেন ভারসাম্যের জন্য। উপরন্তু, ২৭টি এফ পিও -এর ১,২০০ জন কৃষক বৈচিত্র্যকরণ এবং জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি অনুশীলনের মাধ্যমে বায়োফর্টিফাইড জিঙ্ক গম এবং বিটা (β) ক্যারোটিন-উৎকৃষ্ট গাজর গ্রহণ করেছে।
- বাজার সংযোগ:সমস্ত ৪০টি এফ পিও-এর মোট বিক্রয়ের টার্নওভার প্রাক-হস্তক্ষেপ সময়ের মধ্যে ~INR 46 মিলিয়ন (~USD 580,000) থেকে ~INR 153 মিলিয়ন (~USD 1.9 মিলিয়ন) এ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ইঙ্গিত করে যে এফপিওগুলি (কৃষি পণ্য এবং কৃষি-ইনপুট উভয়ই) প্রাতিষ্ঠানিক এবং স্থানীয় ক্রেতাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বাজার সংযোগ স্থাপন করেছে। এফ পিও গুলি প্রধান ফসল থেকে অর্থকরী ফসলে রূপান্তরিত হয়েছে, নির্বাচিত মূল্য শৃঙ্খলে মূল্য যোগ করেছে এবং ডেটা-ভিত্তিক ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা পূরণে এফপিও-কে সহায়তা করার জন্য, গ্রামীণ ২২টি এফপিও-কে এপিএমসি লাইসেন্স এবং ২৬ টি এফপিও-কে রপ্তানি লাইসেন্স এর সুবিধা দিয়েছে।

এফ পি ও আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা: এফ পি ও পরিশোধিত মূলধনে ১১২% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তাদের অভ্যন্তরীণভাবে কার্যকরী মূলধন তৈরি করার ক্ষমতা নির্দেশ করে। উপরন্তু, ২৯টি এফপিও সরকারী বা বেসরকারী অর্থায়ন স্কিমগুলির সাথে সংযুক্ত ছিল, যা তাদের আর্থিক সংস্থাগুলি অ্যাক্সেস করতে এবং অতিরিক্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম করে।

এই অর্জনগুলির উপর ভিত্তি করে, মান্ডি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বটি পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে এফ পিও গুলির স্থায়িত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা আরও বাড়ানোর উপর ফোকাস করবে। ২৪-মাসের হস্তক্ষেপ একটি হাব এবং স্পোক মডেলের মাধ্যমে ৫০টি এফ পিও-কে নিযুক্ত করবে, অন্তত ৪০% মহিলা কৃষকদের লক্ষ্য করে এবং ৩৫,০০০ কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য। মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, এফ পি ও-এর শাসন ও কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা এবং ব্যবসায়িক কার্যকারিতার জন্য বাজার-নেতৃত্বাধীন উৎপাদনের প্রচার।

মান্ডি-এর দ্বিতীয় পর্যায়টি উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে, জীবিকাকে সংহত করতে এবং কৃষকদের আয়ের উন্নতির জন্য একটি ব্যাপক "এক-খামার" পদ্ধতি গ্রহণ করবে। এটি সংগঠিত বাজার সেটআপে অ্যাক্সেস সহজতর করে, সরবরাহ এবং মূল্য শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করে এবং জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক অনুশীলনের প্রচারের মাধ্যমে টেকসই কৃষি অনুশীলনের প্রচার করবে।

জুলি গেহেরকি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, চিফ অপারেটিং অফিসার, ওয়ালমার্ট ফাউন্ডেশন। বলেন "আমরা গ্রামীণ ফাউন্ডেশনের সাথে মান্ডি এর পরবর্তী পর্যায়ে সহযোগিতা করতে পেরে আনন্দিত। আমরা ভারতের কৃষি খাতে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষকদের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনায় বিশ্বাস করি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে, আমরা কৃষকদের জীবনযাত্রার উন্নতি করতে এবং কৃষক সম্প্রদায় কে টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সংস্থান এবং বাজারে অ্যাক্সেস প্রদান করার লক্ষ্য রাখি।" প্রকল্প সম্পর্কে মন্তব্য, মিস. ভারতী জোশী, গ্রামীণ ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার চিফ প্রোগ্রাম অফিসার, বলেন, "মান্ডির দ্বিতীয় পর্বটি প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করে এবং আয় বাড়ানো এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের, বিশেষ করে মহিলাদের স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রযুক্তি, বাজারের যোগসূত্র এবং লিঙ্গ মূলধারার ব্যবহার করে, প্রকল্পটির লক্ষ্য উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে প্রভাব তৈরি করা।"

মান্ডি II প্রকল্পটি পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এফপিওগুলিকে পুনরুদ্ধার এবং ক্ষমতায়ন করার মাধ্যমে, এই উদ্যোগ কৃষকদের আয় বাড়াবে, জীবিকা উন্নত করবে এবং টেকসই কৃষি অনুশীলনকে উৎসাহিত করবে।

মিডিয়া অনুসন্ধানের জন্য, যোগাযোগ করুন: তরুণ কুমার । +৯১ ৯৮৭৩১৬৫৩৮২ । tkumar@grameenfoundation.in
মেহক নায়ার । +৯১ ৭৯০৬৯০৮১২০ । mnayyar@grameenfoundation.in

নির্দল প্রার্থী হয়ে জীতে তৃণমূলে যোগদান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের প্রতীক না পেয়ে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের ২ নং ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বেজপুরা গ্রামের নির্দল প্রতীকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর নির্দল হিসেবেই জয়ী হয় শিবু মহালদার।বুধবার দিন বিকেল নির্দলের জয়ী সদস্য শিবু মহালদার ও তার প্রায় ৪০০ জন কর্মী সমর্থক নিয়ে জেলার সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমানের হাত ধরে তৃণমুল কংগ্রেসের যোগদান করেন।

যোগদানের পর শিবু মহলদার জানান, পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী হিসাবে আমার নাম আসে কিন্তু দলের শীর্ষ নেতাদের না জানিয়ে দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি লুৎফুর রহমান আমাকে জোড়া ফুলের প্রতীক দেই নি,দেওয়া হয় পাচু দাস নামে এক ব্যক্তিকে।কিসের বিনিময়ে পাচুকে প্রতীক দেওয়া হয় তাও আমার জানা নেই।তবে তৃণমুল কংগ্রেসের প্রতীক না পেয়ে নির্দল হয়ে তৃণমুল কংগ্রেসের বিরূদ্ধে লড়াই করে জিতেছি। বর্তমানে তৃণমুল কংগ্রেস ছাড়া এলাকার উন্নয়ন করা সম্ভব নয় তাই আজকে তৃণমুল কংগ্রেসের জেলা ও ব্লক নেতৃত্বের হাত ধরে তৃণমুল কংগ্রেসে যোগদান করলাম।

যদিও শিবুর অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেন দাবি করেন দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি লুৎফুর রহমান।তিনি আরো জানান,গ্রাম ও ব্লক থেকে পাচু দাসের নাম প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাবিত হয়।তবে ভুলবশত পাচুর বদলে শিবুর নাম চলে আসে।তাছাড়া ২০২১ সালের বিধাসভা নির্বাচনে শিবু বিজেপি করেছিলো।

যোগদান শিবিরে এসে ব্লক সভাপতি তবারক হোসেন চৌধুরী জানান ঘরের ছেলে ঘরে এসেছে। শিবু তৃণমুল কংগ্রেস করতো কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভুলবশত অন্য কেউ কাউকে দলের প্রতীক দিয়ে দেওয়া হয়।তবে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের অনুপ্রেরণায় আবার শিবু মহলদার তৃণমূলে যোগদান করেছে।

দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম বাংলার কিরীটেশ্বরী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের সেরা পর্যটন গ্রাম বিবেচিত হল মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী । ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের তরফ থেকে ভারতের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে কিরীটেশ্বরীকে। দুবাইতে বসেই বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে এই খবর জানান। লালবাগ কোর্টরোড রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৩ মাইল দূরে 'কিরীটকণা' গ্রাম। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। শোনা যায় এখানে সতীর মুকুট বা কিরীট পড়েছিল। তাই এখানে দেবীকে 'মুকুটেশ্বরী' বলেও ডাকা হয়। রাঢ় বাংলার প্রাচীন পীঠস্থানগুলির মধ্যে কিরীটকণা অন্যতম। মুর্শিদাবাদের এমন বহু জায়গা রয়েছে, যেগুলি ইতিহাসের নানান কাহিনী বহন করে চলেছে। তা নিয়ে জেলাবাসীর গর্বের অন্ত নেই। এবার তাতে নতুন মাত্রা যোগ করল কিরীটেশ্বরী।৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ৭৯৫টি গ্রাম আবেদন করে। তার মধ্যে থেকে সেরা গ্রাম হিসেবে মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরীকে নির্বাচিত করা হয় । কেন্দ্রীয় পর্যটন দফতরের তরফ থেকে ২৭ শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিশ্বকর্মা বিসর্জন দিতে গিয়ে ডায়মন্ড হারবারে মুক্তাঙ্গনে র কাছে হুগলি নদীতে তলিয়ে গেল যুবক

বাইজিদ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার: নিউজ সারাদিন : প্রতিবছরের মতো এবারও গঙ্গায় গিয়েছিলেন বিশ্বকর্মা ঠাকুর বিসর্জন দিতে। আর সেখানেই ঘটল দুর্ঘটনা,পা পিছলে নদীতে পড়ে তলিয়ে গেলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের। মৃত যুবকের নাম কিষাণ সাউ (২৬) ওই এলাকায় পাপ্পু নামে চেনে সকলেই।ডায়মন্ডহারবারের নগেন্দ্র বাজারে মাছ আরতে কাজ করতেন তিনি। জানা গিয়েছে, ব্যারাকপুরের টিটাগড় এলাকার বাসিন্দা ওই যুবক, কাজের সূত্রে দীর্ঘদিন ধরেই ডায়মন্ড হারবারে থাকেন।কারখানার অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে তিনিও ডায়মন্ড হারবার কেল্লার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় মুক্তাঙ্গনের কাছে হুগলি নদীতে ঠাকুর বিসর্জনে যান। সেই সময় নদীতে জোয়ারের স্রোতে তলিয়ে যায় কিষাণ। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁকে কেউ দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। শেষে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। এরপর রাতেই নিখোঁজ যুবকের খোঁজে হুগলি নদীতে তল্লাশি শুরু করেন সিভিল ডিফেন্সের ও। লঞ্চে চড়েও খোঁজ চালাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, বিসর্জনের আগে দেদার মদ্যপান করেছিলেন ওই যুবক। আর মত্ত অবস্থায় থাকার কারণেই টাল সামলাতে না পেরে পা পিছলে নদীতে পড়ে যান তিনি। আর তারপর স্রোতে ভেসে তলিয়ে যায় হুগলি নদীতে। এখনো নিখোঁজ যুবকের খোঁজে হুগলি নদীতে চলছে তল্লাশি।

১-ম পাতার পর

শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় মুখবন্ধ খামে ইডি'র রিপোর্ট

বোয়াল শ্রীঘরে ঢুকেছেন। কিন্তু দুর্নীতিতে টলিউডের মতো বিনোদন জগতের লিপ্ত থাকার ঘটনা বোধ হয় এই প্রথম। হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি অমৃতা সিংহ শুধু রাজনৈতিক নেতাদেরই নয়, একইসাথে নিয়োগ মামলায় জড়িত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম এবং সম্পত্তির বিবরণ ইডিকে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

আজ অর্থাত বৃহস্পতিবার মুখবন্ধ খামে আদালতে সেই রিপোর্ট পেশ করা হয়। জানা যাচ্ছে খামের মধ্যে কেবল একজন টলিনেতার নাম রয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি অমৃতা সিংহ। তিনি ইডি এর আধিকারিকদের প্রশ্ন করেন, "এত দিনে মাত্র এক জনের নাম পেলেন?" যদিও কার নাম রয়েছে তা জানা যায়নি। বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে ইডি আরো বেশ কিছুদিন সময় চেয়ে নিয়েছে বলে খবর।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর রিপোর্ট চাইলে আজ সেই রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। একইসাথে ১৪ তারিখের শুনানিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির খতিয়ানও দেখতে চায় কলকাতা হাই কোর্ট। নির্দেশ আসে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার সিইও অভিষেক-সহ সকল ডিরেক্টরের সম্পত্তির পরিমাণ জানাতে হবে। বিষয়টি নিয়ে ইডি এর তরফে জানানো হয় যে, সংস্থার ডিরেক্টরের তালিকায় রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের পরিবারের বেশ কয়েক জন।

১-ম পাতার পর

ওবিসি সংরক্ষণ চান সনিয়ারা

কোনও বিল নিয়ে বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। কংগ্রেস তথা বিরোধী শিবিরের প্রথম বক্তা হিসেবে সনিয়া দাবি তুলেছেন, "এই বিল এখনই কার্যকর করা হোক। এর সঙ্গে জাতগণনা করিয়ে তফসিলি জাতি, জনজাতি, ওবিসি মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক।" বিতর্কের শেষ পর্বে বিরোধী শিবিরের শেষ বক্তা হিসেবে রাহুল গান্ধী অভিযোগ তুলেছেন, বিজেপি আদানি কেলেঙ্কারি থেকে নজর ঘোরাতে চাইছে। জাতগণনা থেকে নজর ঘোরাতে চাইছে। ওবিসি সংরক্ষণ ছাড়া মহিলা সংরক্ষণ বিল 'অসম্পূর্ণ' বলে আখ্যা দেন রাহুল। তিনি বলেন, "জাতগণনার দাবি তুললেই বিজেপি নতুন বিষয় খাড়া করতে চায়। ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষের নজর অন্য দিকে ঘোরাতে চায়।" রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় পর্বেও জাতগণনার দাবি অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে উঠে আসবে। সূত্রের খবর, এ বার এর নাম হতে পারে 'সর্বোদয় যাত্রা'।

কংগ্রেস সূত্রের ব্যাখ্যা, বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' অটুট রাখতেই কংগ্রেস হাই কমান্ড এখন অবস্থান বদল করেছে। এসপি, আরজেডি, জেডিইউ-র সুরে রাহুল তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রা থেকেই জাতগণনার দাবি তুলেছেন। সরকারি চাকরি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওবিসিদের জন্য এখন নির্ধারিত ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বদলে ওবিসিদের সংখ্যা গণনা করে, জনসংখ্যায় অনুপাত অনুযায়ী সংরক্ষণের দাবি তুলেছেন তাঁরা। কারণ, বিজেপি আগেই নরেন্দ্র মোদীর ওবিসি-পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে ওবিসি ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসিয়েছে। এবং এ বার মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করিয়ে লোকসভা ভোটে বাজিমাত করতে চাইছে।বিজেপি আজ মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লালু-মুলায়মদের পুরনো বিবাদের স্মৃতি উস্কে দিতে চেয়েছে। উল্টো দিকে, ওবিসিদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে জাতগণনা ও জনসংখ্যায় অনুপাত অনুযায়ী সংরক্ষণের দাবি তুলে 'ইন্ডিয়া'কে এক সুরে বেঁধে ফেলেছেন সনিয়া-রাহুল।

বিজেপি বরাবরই দাবি করেছে, ওবিসি-দের জন্য মোদী জমানায় যত কাজ হয়েছে, তা আগে হয়নি। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আজ রাহুল অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যাঁরা চালান, সেই সরকারি সচিবদের ৯০ জনের মধ্যে মাত্র তিন জন ওবিসি। পাল্টা জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, "উনি মনে করেন, সরকার সচিবেরা চালান। মন্ত্রিসভা সরকার চালায়। বিজেপির ৮৫ জন সাংসদ ওবিসি, ২৯ জন মন্ত্রী ওবিসি। দেশ জুড়ে বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে ২৭ শতাংশ ওবিসি।" ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি জানান, সংবিধানে শুধু তফশিলি জাতি এবং জনজাতির জন্য সংরক্ষণের কথাই বলা রয়েছে। ওবিসি-রা সাধারণ (জেনারেল) শ্রেণির মধ্যে থেকেই ভোটে জিতে আসেন।

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরের খরচ কত, জানতে চেয়ে আইনে চিঠি শুভেন্দুর

দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু লিখেছেন, 'গত ১২ সেপ্টেম্বর থেকে বিদেশ সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রীর ১১ দিনের এই 'অফিসিয়াল' ট্রিপের খরচ এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের জন্য যে পরিমাণ খরচ হয়েছে তা নিয়ে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। বিরোধী দলের একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে আমি রাজ্যের কাছে এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে জানতে চেয়েছি, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে রাজ্যের কি লাভ হল? 'মুখ্যমন্ত্রীদের বিদেশ সফর নয়। অতীতে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিদেশ সফরে গিয়েছেন। অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও লগ্নির সন্ধানে বিদেশ সফরে যান। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদীও বহুবার বিদেশ সফর করেছেন।

প্রাক্তন আমলাদের অনেকের মতে, বিদেশ সফরের ফলে কত লগ্নি এল তা মানুষের জানার আগ্রহ থাকতেই পারে। খরচ নিয়েও কৌতূহল থাকতে পারে। কিন্তু একটা কথা তাঁদেরও বুঝতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং আমলাদেরও এক্সপোজার দরকার। তাঁরা যদি অন্য রাজ্যে বা বিদেশে গিয়ে পরিকাঠামো বা পরিষেবার ধরন তথা বেস্ট প্র্যাকটিসেস না দেখেন, তা হলে তাঁদের সম্যক ধারণা তৈরি হয় না। কুঁয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকলে অগ্রগতি সম্ভব নয়। বরং উন্নয়ন দেখেই উন্নয়নের আগ্রহ তৈরি হয়। ঠিক যেমন বিদেশে সফরের পর অনেকের মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ যদি এমন হতো!

প্রধানমন্ত্রী কাশী সংসদ সাংস্কৃতিক মহোৎসব ২০২৩-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন

নতুন দিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বারাণসী সফর করবেন। বেলা ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ বারাণসীতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। এরপর, ৩টে ১৫ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী পৌঁছোবেন রুদ্রাক্ষ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কনভেনশন কেন্দ্রে। সেখানে তিনি কাশী সংসদ সাংস্কৃতিক মহোৎসব ২০২৩-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সমগ্র উত্তরপ্রদেশে তৈরী ১৬টি অটল আবাসিয়া বিদ্যালয়ের উদ্বোধনও করবেন। বারাণসীর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি প্রধানমন্ত্রীর আধুনিক ও বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরীর স্বপ্ন পূরণ করবে। এই আধুনিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম বারাণসীর রাজাতালাও-এর গঞ্জারিতে ৩০ একর জমির ওপর ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী করা হবে। ভগবান শিবের অনুপ্রেরণায় এই স্টেডিয়ামের নক্সা তৈরী করা হয়েছে। ঘাটের মত ধাপে ধাপে থাকবে বসার জায়গা। থাকবে বিশেষ ধরনের ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা। এই স্টেডিয়ামটিতে ৩০ হাজার দর্শক বসতে পারবেন। শিক্ষার গুণগত মান আরও উন্নত করতে সমগ্র উত্তরপ্রদেশে প্রায় ১,১১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী করা হয়েছে ১৬টি অটল আবাসিয়া বিদ্যালয়। শ্রমিক, নির্মাণকর্মী এবং কোভিড অতিমারীতে অনাথ শিশুদের জন্য মূলত এই বিদ্যালয়। শিশুদের সার্বিক বিকাশ এবং গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এই বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি স্কুল ১০ থেকে ১৫ একর জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে। থাকছে শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, বিনোদন ক্ষেত্র, ছোট প্রেক্ষাগৃহ, ছাত্রাবাস, মেস ও কর্মীদের জন্য আবাসন। এই আবাসিক বিদ্যালয়গুলির প্রতিটিতে এক হাজার পড়ুয়ার স্থান হবে। কাশীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও মজবুত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন তার ওপর ভিত্তি করে আয়োজন করা হয়েছে কাশী সংসদ সাংস্কৃতিক মহোৎসবের। এই উৎসবে প্রায় ৩৭ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন। ১৭টি বিভাগে তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্ম প্রস্তুত করেছেন। এগুলি হল - সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, নাটক, নৃত্য ইত্যাদি। প্রতিভাবান অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের সাংস্কৃতিক দক্ষতা রুদ্রাক্ষ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কনভেনশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের সুযোগ পাবেন।

দেশের সংসদীয় যাত্রার সুবর্ণ মুহূর্ত”

নতুন দিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং লোকসভার নেতা আজ সব রাজনৈতিক দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন লোকসভায় সংবিধান (১২৮তম সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৩-কে সমর্থন জানানো এবং অর্থবহ আলোচনার জন্য। নতুন সংসদ ভবনে প্রধান কাজ হিসেবে এই বিধেয়কটি নিয়ে গতকাল লোকসভায় আলোচনা হয় এবং পাশ হয়। আজ অধিবেশন বসার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে ওঠেন এবং গতকালের 'ভারতে সংসদীয় যাত্রার সুবর্ণ মুহূর্ত'-টির উল্লেখ করেন এবং এর সাফল্যের জন্য সব দলের সদস্য এবং নেতাদের কৃতিত্ব দেন। তিনি বলেন, গতকালের সিদ্ধান্ত এবং রাজ্যসভায় আসন্ন পরিণতি মাতৃশক্তির ভাবনায় বদল ঘটাবে এবং এমন একটি আত্মবিশ্বাস তৈরী করবে যা দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অভাবনীয় শক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “এই পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করতে আমি সভার নেতা হিসেবে আপনাদের অবদান, সমর্থন এবং অর্থবহ আলোচনাকে স্বীকৃতি জানিয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।”

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রে “রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কার” নামে একটি নতুন জাতীয় পুরস্কার চালু করছে সরকার

নতুন দিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারত সরকার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রে “রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কার” নামে একটি নতুন জাতীয় পুরস্কার চালু করছে। এই রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কার (আরভিপি)-এর মূল লক্ষ্য হল বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও উদ্ভাবনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তাঁদের বিশেষ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে পুরস্কৃত করা।

এই রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মান হবে। সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অথবা ব্যক্তিগত স্তরে কাজ করছেন এমন যেকেউ তাঁদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার পেতে পারেন। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত কোন ব্যক্তি যদি ভারতের বা দেশের জনগণের উপকারে আসে এমন কোন বিশেষ কাজ করেন, তাহলে তাঁরাও এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য গণ্য হবেন। চারটি বিভাগে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। সেগুলি হল নিম্নরূপ -

ক) বিজ্ঞান রত্ন (ভিআর) - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য জীবনকৃতি সম্মান হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। খ) বিজ্ঞান শ্রী (ভিএস) - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। গ) বিজ্ঞান যুব-শান্তি স্বরূপ ভাটনগর (ভিওয়াই-এসএসবি) - এই পুরস্কারটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত তরুণ বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দিতে প্রদান করা হবে। ঘ) বিজ্ঞান টিম (ভিটি) - তিন বা তার বেশি বিজ্ঞানী, গবেষক বা উদ্ভাবক একসঙ্গে কাজ করছেন এমন দলকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে। রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কার ১৩টি বিভাগে দেওয়া হবে। এগুলি হল - পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জৈব বিজ্ঞান, অঙ্ক ও কম্পিউটার বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, আণবিকশক্তি, মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অন্যান্য। রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কারের জন্য পাওয়া সব মনোনয়নগুলি জাতীয় বিজ্ঞান পুরস্কার কমিটি (আরভিপিসি)-র কাছে পাঠানো হবে। এর নেতৃত্বে রয়েছেন ভারত সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা (পিএসএ)। এছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদও এই কমিটিতে রয়েছেন। প্রতি বছর ১৪ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দাখিল করা যাবে। প্রতি বছর ১১ মে জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হবে। পুরস্কার প্রাপকদের একটি পদক ও শংসাপত্র দেওয়া হবে। এই নতুন জাতীয় পুরস্কারগুলি ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগ্রহণকারীদের বিশেষ স্বীকৃতি দেবে। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সঙ্গে ও গুণগতমান বজায় রেখে করা হবে।

অনলাইন ক্লাসের নামে ছাত্র পিছু ৫০০ করে নেওয়া হত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধায়ক তথা প্রাক্তন প্রাথমিক পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রীর জামিন হয়েছে আগেই। তবে মানিক-পুত্র সৌভিকের জামিন মামলায় উঠে আসছে একের পর এক অভিযোগ। কী কী ভাবে টাকা কামাতেন সৌভিক, সেই বিষয়ে হাইকোর্টে একের পর এক অভিযোগ তুলে ধরছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি। এবার প্রশ্ন উঠল সৌভিক ভট্টাচার্যের অনলাইন ক্লাস নিয়ে।এ কথা শুনে বিচারপতি জানতে চান, এই টাকা কীভাবে নেওয়া হয়েছে? নগদে নাকি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে? আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন বিচারপতি। কয়েকদিন আগে ইডির তরফে দাবি করা হয়েছিল, সৌভিকের সঙ্গে একটি ক্লাবের যোগ রয়েছে এবং সেই ক্লাবের মাধ্যমেও আর্থিক লেনদেন হয়েছিল। ডিএলএড কলেজগুলি থেকে টাকা তোলার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে এই মামলায়।অল বেঙ্গল টিচার ট্রেনিং অ্যাচিভার্স এসোসিয়েশন নামে বেসরকারি শিক্ষক সংগঠন কেন তৈরি করা হয়েছিল? অনলাইনে শিক্ষকতার বিষয়টাই বা কীভাবে এল, তা জানতে চেয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। পরবর্তী শুনানিতে ওই মামলার তদন্তকারী অফিসারকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

ওই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কোনও যোগ আছে কি না, তা এদিন জানতে চান বিচারপতি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আদালতে জানায়, নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মানিক ভট্টাচার্য এবং তাপস কুমার মণ্ডল মিলে ঠিক করেছিলেন অনলাইন ক্লাস করানো হবে। ছাত্র পিছু ৫০০ টাকা করে নেওয়া হত। ইডি আরও জানায়, কোভিডের সময়ে অনৈতিকভাবে টাকা রোজগার করার জন্য ওই ৫০০ টাকা করে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৬১ সংখ্যা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ০৩ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

দিল্লির যন্তরমন্তরে তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচির অনুমতি দিল পুলিশ

বাংলার সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে কেন্দ্র সরকার। আটকে রেখেছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প সহ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকাও। কেন্দ্রের কাছে বাংলার বকেয়া সাড়ে ১৬ হাজার কোটি টাকা। যার মধ্যে শুধুমাত্র ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বাংলা পাবে সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বার বার বলা সত্ত্বেও সেই টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র।যদিও তৃণমূলের তরফে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, মোদি সরকারের পুলিশ অনুমতি না দিলেও আগামী ২ অক্টোবর দিল্লিতে ধর্না দেওয়া হবে। নেতৃত্বে থাকবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । দিল্লির কর্মসূচিতে বাংলার ৫০ হাজার মানুষকে জড়ো করতে চায় তৃণমূল। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় সেই প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লিতে ওই ধর্না কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল। আন্দোলনকারীদের থাকার জন্য রামলীলা ময়দানে তাঁবু তৈরি করতে চেয়ে দিল্লি পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন ডেরেক। যদিও সেই অনুমতি মিলেছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এর পাশাপাশি দিল্লির যন্তরমন্তর ও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের বাড়ির কাছেও ধর্না করতে চেয়েও দিল্লি পুলিশকে চিঠি পাঠিয়েছিল তৃণমূল। জানানো হয়েছিল আগামী ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসবেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন যন্তরমন্তর ও রাজঘাটের অনুমতি দেওয়া হলেও বাকি ৩টি জায়গা নিয়ে পুলিশ অনুমতি দিয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।সেই টাকা উদ্ধারের জন্যই আগামী ২ অক্টোবর দিল্লিতে ধর্না কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তার জন্য দিল্লির দরিয়াগঞ্জ থানার ডিসিপিকে চিঠি দিয়েছিলেন তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন। কিন্তু সেই দাবি প্রথমে মানেনি কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশ। এদিন কিন্তু জানা যাচ্ছে আগামী ২ অক্টোবর রাজঘাট ও যন্তরমন্তরে তৃণমূলকে ধর্নার অনুমতি দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। যদিও তৃণমূলের দাবি মতো কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনে ও রামলীলা ময়দানে ধর্ণা কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিনা তা পরিষ্কার নয়।

স্পেনের পর এবার লগ্নি নিয়ে

বৈঠক আমিরশাহীতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুবাই পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পেন সফরের পরে লগ্নি নিয়ে বৈঠক হবে দুবাইয়ে।গতকাল, বুধবার রাতেই বার্সেলোনা থেকে দুবাই আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পেনে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর পর দুবাইয়ের এই গোষ্ঠী রাজ্যে লগ্নির জন্য এগিয়ে আসলে বিপুল কর্মসংস্থান হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুবাইয়ের ভারতীয় উপদূতাবাসে চা-চক্রে যোগ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সফরসঙ্গীরা। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে উতসাহ প্রকাশ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর লুলু শিল্পগোষ্ঠী। লুলু গ্রুপের কর্ণধার ইউসুফ আলি মুসালিয়াম ভেট্টিল আবদুল কাদের কেরলের ত্রিশূরের ভূমিপুত্র। তাঁর কাকা এমকে আবদ্দুলাহ এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। সংস্থার প্রধান কেন্দ্র আবু ধাবি। কয়েক বছর ধরে রফতানি বাণিজ্য শুরু করেছে লুলু। তাদের হোটেল ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসাও রয়েছে। কেরল ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে লুলু গ্রুপের বিনিয়োগ রয়েছে। লখনউয়ে সবচেয়ে বড় শপিংমলটি তাদেরই নির্মিত। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতায় যোগ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সঙ্গে রুদ্রের রূপের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে ওই পিন্ডটির অভ্যন্তরীণ যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা শিবের তান্ডব নৃত্যের ফলে হয়ে ছিল। আর এই নৃত্য কে কসমিক ড্যান্স বলে। শিবের এই রূপকে নটরাজ বলে। নটরাজ এর পিছনের গোলাকার চূড়াটি ব্ল্যাকহোল কে নির্দেশ করে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দশম পর্ব)

স্থানে সসীম আবার অভিবিমান অর্থাৎ মাপজোখের বাইরে অসীম। যিনি সেই বৈশ্বানরকে এইভাবে জেনে উপাসনা করেন, তিনি সর্বলোকে, সর্বভূতে, সর্ব আত্মাতে অন্নভোজন করেন। তিনি সকলের সঙ্গে একত্ব অনুভব করেন। তখন, তাঁর ভোগ-সুখ মানে সকলের ভোগ-সুখ আবার সকলের ভোগ-সুখ মানে তাঁরই ভোগ-সুখ (ছান্দোগ্য-৫/১৮/১)।

এই যে সর্বব্যাপী ব্রহ্ম কিংবা বৈশ্বানর আত্মা, তিনি কি সবকিছুর পূর্বেও ছিলেন? কিংবা অন্যভাবে বললে, শরীরে যেমন তথাকথিত এই আত্মার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তেমনি বিশ্বের সৃষ্টির পশ্চাতেও নিশ্চয়ই কোনো বিস্ময়কর শক্তি কাজ করে এবং তা গুপ্তভাবে তো নয়ই বরং বিশ্বের প্রতিটি ক্রিয়াকে সেই শক্তিই দৃষ্টিগোচর করে। ফলে বস্তুর সৃষ্টি ও বিন্যাস থেকে মানব-মনেও এই জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়- বিশ্বসৃষ্টিরও নিশ্চয়ই কোনো উৎস আছে, এবং তারও আগে কি কিছু ছিলো? ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তকে (ঋগ্বেদ-১০/১২৯) বিবেচনায় রেখে বৃহদারণ্যক উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্বের একটা ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদেও পুত্র শ্বেতকেতুকে পিতা উদ্দালক আরুণির উপদেশ বয়ানে এই প্রশ্নের দার্শনিকসুলভ উত্তর দেয়া হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে (ছান্দোগ্য-৬/২/১-৪)। যেমন- হে সৌম্য! এই যে বিশ্ব-চরাচর দেখছো, সর্বপ্রথমে এটি ছিলো সৎ-স্বরূপে। সূক্ষ্ম বীজাকারে এর একটা অস্তিত্ব ছিলো। সেটি হলো সৎ বস্তু। এক এবং অদ্বিতীয় (সদ) ভাবরূপ। তার থেকেই এই বিশ্ব-চরাচর। কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রথমে কিছুই ছিলো না- অসৎ। এক এবং অদ্বিতীয় (অসদ রূপ) অভাব থেকেই ভাবের অর্থাৎ এই বিশ্ব-চরাচর সৃষ্টি। (ছান্দোগ্য-৬/২/১)। কিন্তু সৌম্য! তা কিভাবে সম্ভব, যা কিছুই সৃষ্টি হোক বা উৎপন্ন হোক, একটা কিছুকে তো অবলম্বন করতেই হবে। সবার আগে এক এবং অদ্বিতীয় একটি অখন্ড সত্তা- সৎবস্তু ছিলো, তা থেকেই এই জগৎ। (ছান্দোগ্য-৬/২/২)। সেই এক অদ্বিতীয় সৎ-বস্তুটি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন- 'আমি বহু হবো, একাধিক হয়ে জন্ম নেবো।' সঙ্কল্প মাত্রেই তাঁর থেকে প্রথমে উৎপন্ন হলেন- তেজ। তেজের মনেও জাগলো একই সঙ্কল্প'আমি বহু হবো, একাধিক হয়ে জন্ম নেবো।' তাঁর সেই সৎ-সঙ্কল্প থেকে উৎপন্ন হলেন জল। তাই পুরুষ যখন শোকে কাতর হয়, বা ঘামে, তখন তার ভেতরের তেজই চোখের কোলে, গায়ে জল হয়ে বেরিয়ে আসে। (ছান্দোগ্য-৬/২/৩)। এবার সৎ-সঙ্কল্পজাত সেই জলও সঙ্কল্প করলেন তেজের মতোই- 'আমি বহু হবো, আমি বহু হয়ে জন্ম নেবো।' তাঁর সেই সঙ্কল্প থেকে উৎপন্ন হলেন অন্ন। পুত্র নিশ্চয়ই ভাবছো যে পৃথিবী নেই, অন্ন কোথা থেকে উৎপন্ন হবে। তাই বলি, জেনে রাখো, অন্নই পৃথিবী; পৃথিবীই অন্নের স্থান। তাই যেখানে যখন বৃষ্টির ধারা নেমে আসে, তখন সেখানেই উৎপন্ন হয় অন্ন। (ছান্দোগ্য-৬/২/৪)।

এই উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, প্রথমত উপনিষদকার অসৎ থেকে সৎ-বস্তুর অর্থাৎ অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তিকে মানেননি; দ্বিতীয়ত, বাস্তব উপাদানে তেজ বা অগ্নিকে মূল উপাদান বলে মানা হয়েছে। অথচ অত্যন্ত কৌতুহলের বিষয় হলো, ইতঃপূর্বে এই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের উনবিংশ খণ্ডেই (ছান্দোগ্য-৩/১৯/১-৩) তিনি কিন্তু উল্টোভাবে সৃষ্টির প্রথমে অভাবরূপ অসৎ-কে স্বীকার করে নিয়ে সেই অসৎ থেকে সৎ-বস্তুর উদ্ভব হয়েছে বলে আলোচনা করেছেন। যেমন- আদিত্য অর্থাৎ সূর্যই ব্রহ্ম- এটি আদেশ অর্থাৎ উপদেশ। কিভাবে? তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই- এই জগৎ পূর্বে অসৎ অর্থাৎ নামরূপহীন ছিলো। তা সৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সত্তাবান হলো, সম্ভূত হলো এবং ডিম্বরূপে পরিণত হলো। সেই অবস্থায় এক বছর রইলো স্পন্দনহীন। তারপর সেই ডিম্ব অর্থাৎ অণ্ড দুভাগে ভাগ হলো। একভাগ হলো রজতময়। অপরভাগ হলো সুবর্ণময় (ছান্দোগ্য-৩/১৯/১)। রজতময় অংশটি হলো এই পৃথিবী আর সুবর্ণময় অংশটি হলো দ্যৌ অর্থাৎ দ্যুলোক। জরায়ু পর্বত। গর্ভবেষ্টনী হলো মেঘ এবং নীহার অর্থাৎ হিম। ধমনী হলো নদীসমূহ আর বস্তিদেশ হলো জলময় সমুদ্র (ছান্দোগ্য-৩/১৯/২)। এর পর উৎপন্ন হলো আদিত্য। উৎপন্ন হলো সমুদয় ভূত (বিষয়) এবং কাম্যবস্তু। তাঁকে 'জায়মান' অর্থাৎ উৎপন্ন হতে দেখে মহানন্দে উঠলো 'উলু...উলু' ধ্বনি। সেই থেকে সেই কারণে অর্থাৎ সমুদয় ভূত এবং কাম্যবস্তুর উৎপাদক সূর্যকে দেখে সকলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় 'উলু...উলু' ধ্বনি করে (ছান্দোগ্য-৩/১৯/৩)।

বেদকে আশ্রয় করে উপনিষদীয় চিন্তাজগতের বিকাশে কোনরূপ দার্শনিক শৃঙ্খলা না থাকলেও সৃষ্টিতত্ত্ব-সংশ্লিষ্ট এই সৎ-অসৎ সত্তা বিষয়ক প্রপঞ্চটি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিলো, যা পরবর্তীকালের দার্শনিক-ভাবনাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে, এর ব্যাখ্যার ভিন্নতায় তত্ত্বীয় স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানগুলির মধ্যে।

তবে উপনিষদীয় চিন্তাজগতের মূল লক্ষ্যই ছিলো পরম সত্তা হিসেবে ব্রহ্মভাবনা এবং ব্রহ্মের সাথে সবকিছুকে মিলিয়ে দেয়ার অনিবার্য প্রয়াস, যা বিপুলভাবে ছড়িয়ে আছে উপনিষদগুলির পরতে পরতে, সৃষ্টি হয়েছে বিপুল উপনিষদ সাহিত্যের। এই পরম সত্তাই উপনিষদে কখনো ব্রহ্ম, কখনো আত্মা, কখনো ভগবান, কখনো কেবলমাত্র সৎ বলে অভিহিত হয়েছেন। এখানে উদাহরণ হিসেবে প্রথমকালের দুই উপনিষদের নমুনা উপস্থাপন করা হলেও অন্যান্য উপনিষদেও অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে সৃষ্টি ও ব্রহ্ম বিষয়ক বর্ণনার অভাব নেই। বেদান্ত হিসেবে পরবর্তীকালের এসব উপনিষদ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে তাদের ভাবনাধারার কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে।

অন্যান্য উপনিষদসমূহ

ঐতরেয় উপনিষদ (আনুমানিক ৬০০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব) : এই উপনিষদ ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকের একটি ভাগ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের রচয়িতা মহীদাস ঐতরেয়। এই উপনিষদের তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের তিনটি খণ্ড বা অনুচ্ছেদে ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্মের বর্ণনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিন জন্মের বিবরণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবাদ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এই উপনিষদের ভাবধারার নমুনা- এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যখন দৃশ্যমান কিছুই ছিলো না, তখন কিন্তু ছিলো এক সত্তা সকলের অগোচরে। সেই সত্তাটি ছিলো সর্বশক্তি নিয়ে শক্তিমান-আত্মা। সৃষ্টির আগে এই চৈতন্যময় আত্মা ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছুই ছিলো না। তিনি চিন্তা করলেন- আমি লোকালোক সৃষ্টি করবো; আমি সৃষ্টি করবো জগতের পর জগৎ (ঐতরেয়-১/১/১)। তাঁর চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে রূপায়িত হলো। সৃষ্টি হলো চারটি লোকের- জগতের। প্রথম অম্ভোলোক (যে লোকে জলভরা মেঘের আনাগোনা। দ্যুলোক বা স্বর্গলোকের উপর থেকে আরো উপর পর্যন্ত যার বিস্তার), তারপর মরীচিলোক যেখানে সাত ঘোড়ায় টানা একচক্র রথে সূর্যদেবের যাতায়াত অসংখ্য কিরণ নিয়ে), তারপর মরলোক অর্থাৎ এই পৃথিবী। তার নিচের লোক অপলোক অর্থাৎ জলময় জগৎ (ঐতরেয়-১/১/২)। তাঁর ইচ্ছায় স্থূল জগৎগুলি তো সৃষ্টি হলো। কিন্তু এগুলিকে রক্ষা করবে, পালন করবে কে? তাই তিনি ইচ্ছা করলেন লোকপাল সৃষ্টি করতে। এবারে তিনি জল থেকে তুলে নিলেন একটি পিণ্ড। (একজন মৃৎশিল্পীর মতো) সেই পিণ্ডটিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে দিলেন পুরুষের রূপ (ঐতরেয়-১/১/৩)। সেই পুরুষাকৃতিকে সম্পূর্ণ সপ্রাণ করে তুলতে তার দেহে কম্পন সৃষ্টি করে তাকে তপ্ত করলেন। তপ্ত করার পর তার মুখ বিকশিত হলো। মুখ থেকে নির্গত হলো বাক, সৃষ্টি হলো অগ্নি। প্রকাশ পেলো নাসারন্ধ্র, নাসিকা থেকে নির্গত হলো নিঃশ্বাস, নিঃশ্বাস থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে বায়ু। প্রকাশিত হলো দুটি চক্ষুগোলক, চক্ষু থেকে সৃষ্টি হলো দৃষ্টিশক্তি, তা থেকে আদিত্য বা সূর্য। এরপর কর্ণযুগল, তা থেকে হলো শ্রবণক্ষমতা, শ্রুতি থেকে দিশা বা দিকসকল। ত্বক উৎপন্ন হলো, ত্বক থেকে রোম, রোম থেকে ওষধি বনস্পতি। হৃদয় স্ফুরিত হলো, সৃষ্টি হলো মন,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

সত্যিই কি সালমান খানের নায়িকা হচ্ছেন সামান্থা

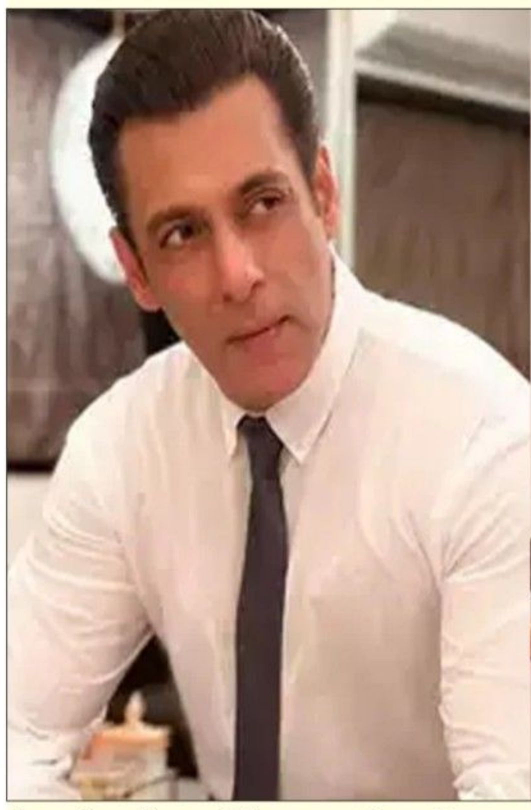

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিং খান শাহরুখ খানের সঙ্গে 'জওয়ান' ছবিতে জুটি বেঁধেছেন দক্ষিণী তারকা নয়নতারা। ছবিটি মুক্তির পরই ব্লক বাস্টারের খেতাব পায়। তবে শুধু দক্ষিণী নায়িকাই নন, এই ছবিতে তো খলনায়কও দক্ষিণের বিজয় সেতুপতি। তাহলে কী সিনেমা হিটের তুরুপের তাস দক্ষিণের ফ্লেভার!

আসলে যখন থেকেই গুঞ্জনে এসেছে করণ জোহরের সিনেমায় সালমান-সামান্থা জুটি। তখন থেকেই চলচ্চিত্র সমালোচকরা এই হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। অনেকেই মনে করছেন, সালমানের ফ্লপ কপালে হিট আনার জন্যই নাকি এমন পরিকল্পনা করেছেন করণ জোহর। তবে এই নিয়ে নানা গুঞ্জন রটলেও, করণ জোহর কিন্তু মুখ খোলেননি। এমনটিই জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে সত্যিই কি সালমান খানের নায়িকা হচ্ছেন সামান্থা?

বলিউডের বক্স অফিস এখন রমরমা। একের পর এক সিনেমা দুরন্ত ব্যবসা করে চলেছে। 'পাঠান', 'তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার', 'ও মাই গড টু', 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি', 'গদর টু'। প্রায় সব সিনেমায় রেকর্ড ব্যবসা করে চলেছে। তবে এরই মাঝে কিন্তু সালমানের সিনেমা 'কিসি কা ভাই কিসি কা জান' কিন্তু একেবারেই চলছে না। বরং এক সময়ের বক্স অফিসে লাকি হিরো সালমানের সিনেমা এখন মুক্তি পেলেও, মুখ থুবরে পড়ছে।

ব্যাপারটা নাড়া দিয়েছে সালমানকেও। আর তাই তো সোজা যোগাযোগ করণ জোহরকে। হ্যাঁ, বলিউড সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সালমান নাকি দেখা করেছেন করণ জোহরের সঙ্গে। শোনা যাচ্ছে, করণের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন সিনেমা সই করেছেন বলিউড ভাইজান। যার পরিচালক 'শেরশাহ' খ্যাত নির্মাতা বিষ্ণু বর্ধন। আর এটাই নাকি হবে বলিউডের দাবাং খানের সুপারহিট কামব্যাক।

দুবাইয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বিপাকে সানি লিওন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০০ কোটি রুপি বাজেটের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েই ইডির নজরে পড়লেন অভিনেত্রী সানি লিওন। তিনি ছাড়াও একাধিক তারকার নাম জড়িয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের (ইডি) তালিকায়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপের দুর্নীতিতে অভিযুক্তের বিয়েতে উপস্থিতি থাকার জন্যই বিপাকে পড়তে হয়েছে তারকাদের। এই দুর্নীতিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে মোটা অংকের অর্থ।

মুম্বাই, কলকাতা এবং ভোপালে একযোগে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪১৭ কোটি রুপির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এই বেটিং অ্যাপের মালিক সৌরভ চন্দ্রকর ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গা ঢাকা দিয়ে দুবাইতে বিগ বাজেট বিয়ে সেরেছেন। সেই বিয়ের খরচ শুনেও চোখ কপালে উঠারই মতো!

২০০ কোটি রুপির 'গ্ল্যামারাস' এই বিয়েতে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন বলিউডের বহু তারকা। তারাই এবার ইডির নজরে। সেই তালিকায় রয়েছে সানি লিওন, টাইগার শ্রফ, নেহা কক্কর-সহ আরো তারকার নাম। এছাড়া ইডির পাঠানো তালিকায় আতিফ আসলাম, রাহাত ফাতেহ আলি খান, ভারতী সিং, ভাগ্যশ্রী, কৃতি খারবান্দা, নুসরাত বারুচা থেকে কৃষ্ণা অভিষেক-এর নামও রয়েছে। সৌরভ চন্দ্রকরের বিয়ের এক ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে এসব তারকার মুখ। ইডি সূত্রে জানা যায়, যে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পীরা আমন্ত্রিত ছিলেন, তারা সকলেই মুম্বাইয়ের এক কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে মহাদেব অ্যাপ দুর্নীতির মূল অভিযুক্ত সৌরভের বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জানা গেছে, অভিযুক্ত সৌরভের বিয়েতে প্রাইভেট জেটে করে বরযাত্রীদের নাগপুর থেকে দুবাই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই বিয়েতে নাকি বিদেশ থেকেও গন্যমান্য অতিথিরা এসেছিলেন!

আমার বিপদে সবার আগে শাহরুখই এগিয়ে আসবেন: দীপিকা

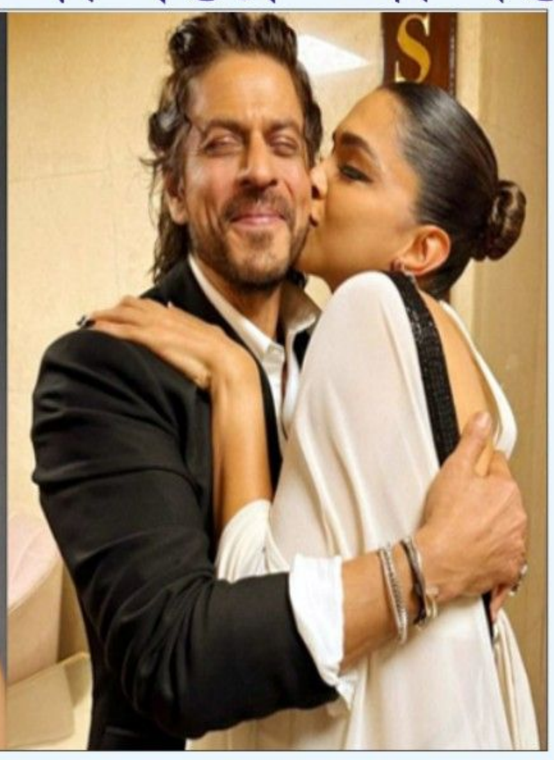

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে 'সৌভাগ্যের প্রতীক' ভাবেন শাহরুখ খান। না এমন কথা কখনও বলেননি শাহরুখ। তবে বলিউডের অনেকেই ভাবেন এমনটি। কারণ 'ওম শান্তি ওম' থেকে দীপিকার সঙ্গে কোনো ছবি ব্যর্থতার মুখ দেখেনি। শাহরুখ-দীপিকার প্রতিটি সিনেমাই সুপারহিট।

তবে দীপিকা নিজেকে শাহরুখের 'সৌভাগ্যের প্রতীক' বলতে নারাজ। শাহরু খান সম্পর্কে তার ভাষ্য, শাহরুখের সঙ্গে সম্পর্কটা এমনই। উনি যেমন আমার কোনো বিপদ হলে সবার আগে এগিয়ে আসবেন, আমিও তেমন শাহরুখ কোনো সিনেমার প্রস্তাব দিলে চোখ বুজে রাজি হবো। এখানে কেউ কারও 'লাকি চার্ম' নয়।

দ্য ওয়াল খবরে বলা হয়, একটা সময় ছিল, যখন বলিউডে সফল জুটি বলতে সবাই শাহরুখ-কাজল জুটিকে ভাবত। কিন্তু বর্তমানে শাহরুখের নামের পাশের সেই জায়গাটা অলিখিতভাবে দীপিকার হয়ে গেছে। দুজনে মিলে যে সিনেমাই করছেন, তা কয়েকশ কোটি টাকা আয় করছে।

২০১৮ সালে 'জিরো' সিনেমার ব্যর্থতা চার বছর পর চলতি বছর শাহরুখ বলিউডে কামব্যাক করেন দীপিকার হাত ধরেই। আর সেই সিনেমায় শাহরুখ তার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বড় হিটের দেখা পান। চলতি বছরের জানুয়ারিতে মুক্তি পাওয়া শাহরুখ-দীপিকার 'পাঠান' সিনেমাটি বক্স অফিসে আয়ের এক পর এক রেকর্ড গড়েছিল। আর এর পর 'জওয়ান' সিনেমায় দীপিকার উপস্থিতির খবর ছড়াতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বলাবলি শুরু হয়, শাহরুখ নিজের 'লাকি চার্ম'-কে হাতছাড়া করতে চাইছেন না। তাই ক্যামিও রোল হলেও তাকে চাইছেন।

আর এই কথাতেই আপত্তি দীপিকার। তিনি নিজেকে শাহরুখের 'লাকি চার্ম' ভাবতে বা বলতে নারাজ। ১৫ সেপ্টেম্বর 'জওয়ান' সিনেমার সাকসেস পার্টিতে সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে দীপিকা বলেন, আমার আর শাহরুখের সম্পর্কের কথা কারো অজানা নয়। তার প্রতি আমার হৃদয়ে ভালোবাসা আর সম্মান আছে। তাই আমি জানি, যদি কখনো বিপদে পড়ি, তখন সবার আগে শাহরুখ আমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। তাই তিনি যখন কোনো চরিত্রের জন্য আমায় প্রস্তাব দিচ্ছেন, তখন আমি এটুকু বুঝতে পারি যে উনি ভালো বুঝেই সেটা করছেন। সেই কারণে জওয়ান সিনেমায় আমার চরিত্রের দৈর্ঘ্য যেমনই হোক না কেন, আমি রাজি হয়েছি। যদিও প্রথমে আমার চরিত্রটিকে ক্যামিও ভাবলেও পরে সিনেমা দেখে বুঝলাম, জওয়ান-এ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র শাহরুখ আমাকে দিয়েছেন।

জওয়ান সিনেমায় দীপিকাকে কাস্টিং প্রসঙ্গে শাহরুখ বলেন, ঐশ্বর্য চরিত্রটির জন্য অ্যাটলি প্রথম আমাকে দীপিকার নাম বলেছিল। কিন্তু আমি দ্বন্দ্বে ছিলাম দীপিকা আমার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হবেন কিনা। এরপর আমরা 'পাঠান'-এর 'বেশরম রং' গানের শুটিংয়ের সময় দীপিকাকে প্রথম প্রস্তাব দিই। ও শুনেই রাজি হয়। পরে হায়দরাবাদে দীপিকা যখন 'প্রোজেক্ট কে'-র শুটিং করছে, সেসময় আমি ও অ্যাটলি সেখানে গিয়ে চিত্রনাট্য পড়ে শোনাই। আমরা বলেছিলাম ওর চরিত্রটি ক্যামিও। কিন্তু সিনেমাটি দেখে দীপিকা বলল, ওই তো সিনেমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। আসলে আমরা ওকে বোকা বানিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে কাজ করিয়ে নিয়েছি। ও বুঝতেই পারেনি।

সংবাদ সম্মেলনে পরিচালক অ্যাটলি বলেন, 'জওয়ান' শাহরুখ খানের কাছে লেখা আমার এক প্রেমপত্র। তার সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি অভিভূত।

ভেস্তে গেল বিয়ে! মুখ খুললেন আমির-কন্যা ইরা

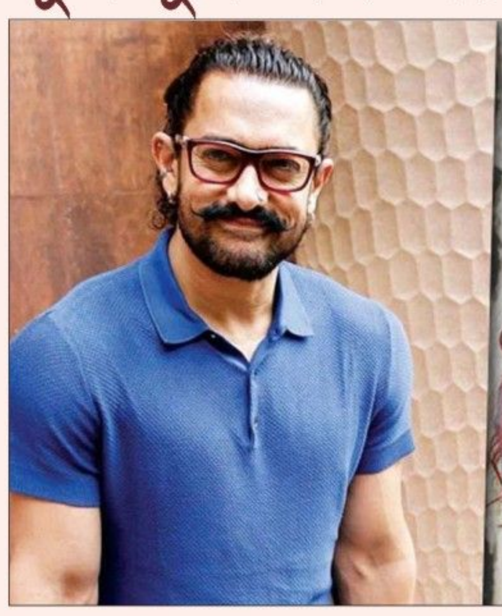

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাঘব-পরিণীতির বিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর। ইতোমধ্যে তারকা যুগলের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এর মাঝেই বলিপাড়ায় আরও এক বিয়ের সানাই। শোনা যাচ্ছিল, ৩ অক্টোবর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন আমির খানের কন্যা ইরা। রাজস্থানের উদয়পুরে তিন দিনের বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির থাকার কথা খানেদের পারিবারিক বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিজনদের। রীতিমতো বিয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন আমিরও। তবে আচমকাই যেন ছন্দপতন। এখনই বিয়ে হচ্ছে না, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানালেন ইরা। তাহলে কি ভেস্তে গেল আমিরের মেয়ের বিয়ে?

বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ইরা লেখেন, "না, ৩ অক্টোবর আমাদের বিয়ে হচ্ছে না। সবাইকে সবটাই জানাব পরে। কারণ, সেই সময় আমি নিজেই বিষয়টা নিয়ে খুব উত্তেজিত থাকব। এতটাই উত্তেজিত থাকব যে, হয়তো বিষয়টা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে।"

পোস্ট করার পর অবশ্য সেটি মুছে দেন ইরা। কিন্তু কী কারণে নূপুর শিখরের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না, তা নিয়ে কিছু বলেননি ইরা। ৩ অক্টোবরের বদলে অন্য কোনও তারিখ ঠিক হয়েছে কি না তাদের বিয়ের তা নিয়েও জল্পনা জিইয়ে রাখলেন ইরা।

২০২২ সালের ১৮ নভেম্বর শরীরচর্চা প্রশিক্ষক নূপুর শিখরের সঙ্গে বাগদান সারেন ইরা। প্রায় দু'বছর সম্পর্কে থাকার পর ইরা-শিখর নতুন এক অধ্যায় শুরু করেন। মুম্বাইয়ে ঘটা করে আয়োজন করা হয় বাগদান অনুষ্ঠান। ইরার বাগদান উপলক্ষে একজোট হয়েছিলেন খান পরিবার। সেই আনন্দের আমেজে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছিলেন আমির নিজেও।

কিন্তু বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়েও কেন বিয়ে হচ্ছে না আমির কন্যার, ধোঁয়াশা রয়েই গেল।

চাপ সামলাতে না পারলে

অধিনায়কত্ব ছাড়ুন- বাবরকে ইউনিস

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপে শ্রীলংকার বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচ হেরে ফাইনাল থেকে ছিটকে গেছে পাকিস্তান। আজ ফাইনালের মঞ্চে এশিয়া কাপের শ্রেষ্টত্বের লড়াইয়ে নামবে ভারত-শ্রীলঙ্কা। যদিও টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সবাইই ধরে নিয়েছিল ফাইনাল হবে ভারত-পাকিস্তানের। এশিয়া কাপ তো বটেই এমনকি বিশ্বকাপেও পাকিস্তানকে ফেভারিট হিসেবে মানছিলেন অনেকেই।

বিশ্বকাপের আগে বাবরদের এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সে ক্ষোভ ঝেড়েছেন পাকিস্তানের সাবেক কিংবদন্তি ব্যাটার ইউনিস খান। বাবর আজমের নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

বিশেষ করে পুরো এশিয়া কাপ জুড়ে কিছু সিদ্ধান্তের জন্য কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছেন বাবর। ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া খেলা চলাকালীন পাকিস্তান পেসাররা ৬৬ রানে ভারতের ৪ উইকেট তুলে নিয়েছিল। কিন্তু বাবর তার পরে পেসারদের দিয়ে টানা বোলিং করাননি। যার জেরে ভারত ম্যাচে প্রত্যাবর্তন করে ২৬৬ রান করে ফেলেছিল। এই সিদ্ধান্তের জন্য বাবরকে তীব্র ভাবে সমালোচিত হয়ে হয়। অলরাউন্ডারের খারাপ পারফরম্যান্স সত্ত্বেও শাদাব খানকে খেলিয়ে চলেছিলেন বাবর। এক্ষেত্রে অনেকের যুক্তি ছিল যে, উসামা মিরকে বরং শাদাবের পরিবর্তে একটি সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

বাবরের নেতৃত্বের সমালোচনা করে ইউনিস বলেন, 'আপনি যদি এই চাপ সামলাতে না পারেন, তাহলে আপনি জাতীয় দলে থাকতে পারবেন না। তখন আপনার জন্য কঠিন হবে। কাজেই হোমওয়ার্ক করুন! অধিনায়কত্ব আসলে খুব একটা বড় বিষয় নয়। যদি আপনার বোলার একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ভাল পারফরমেন্স না করে, তাহলে তাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তা আপনার জানা উচিত। আপনি প্রতিদিন সর্বত্র একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করতে পারবেন না। ব্যাটারদের একটা পরিকল্পনা আছে। এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। যে সব জায়গা নিয়ে সমস্যা তা খুঁজে বের করুন। সমর্থকদের প্রিয় বলেই কাউকে সমর্থন করবেন না।'

৫ গোলের জয়ে শীর্ষে বার্সা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে বার্সেলোনা। শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে ঘরের মাঠে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ৫-০ গোলের জয় পেয়েছে বার্সা। গোল করেছেন আলাদা পাঁচ ফুটবলার, এর মধ্যে আছেন শেষ মুহূর্তে ধারে খেলতে আসা জোয়াও ফেলিক্স ও জোয়াও কানসেলো। ম্যাচের ২৫ মিনিটের সময় প্রথমবারের মতো বার্সাকে এগিয়ে দেন জোয়াও ফেলিক্স। এই ফুটবলার বক্সে বল পেয়ে গোলরক্ষককে কাটান, এরপর দারুণ শটে লক্ষ্যভেদ করেন। পরের গোলেও অবদান ছিল অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে আসা এই ফুটবলারের। আন্দ্রে ক্রিস্টিনসেনের বাড়ানো বল ফেলিক্স ছেড়ে দিলে বল পান লেভান্ডভস্কি। দুই গোলে এগিয়ে থেকে বিরতির পর খেলতে নেমে দাপট ধরে রাখে বার্সা। ফ্রি কিক থেকে ৬২ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন ফেরান তোরেস। লিওনেল মেসি যাওয়ার পর প্রথমবার মতো ফ্রি-কিক থেকে কেউ বার্সার হয়ে গোল করেন। এ মৌসুমে চার ম্যাচে তোরেসের গোলসংখ্যা তিন।

৬৪ মিনিটে তোরেসের বদলি হিসেবে নামা রাফিনিয়া দুই মিনিটের মধ্যে গোল করেন। বক্সের বাইরে থেকে দারুণ শটে ব্যবধান ৪-০ করেন রাফিনিয়া। ৮১ মিনিটে দলটির হয়ে পঞ্চম গোল আসে জোয়াও ক্যানসালোর পা থেকে। ৫ ম্যাচে ৪ জয় ও ১ ড্রয়ে ১৩ পয়েন্টস নিয়ে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে এখন বার্সা। ৪ ম্যাচের সবগুলোতে জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল। ৫ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে বেতিস আছে নয়ে।

ফের ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপের সুপার ফোর থেকে বিদায় নিলেও ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ফের শীর্ষ অবস্থান ফিরে পেয়েছে পাকিস্তান। ৮ দিনের মাথায় আবারও হারানো স্থান ফিরে পায় দলটি। দ্বিপক্ষীয় সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে পাকিস্তানকে হটিয়ে শীর্ষে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়া। আর পাকিস্তান এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারত ও শ্রীলঙ্কার কাছে হারায় নেমে গিয়েছিল তিনে, ভারত উঠে এসেছিল দুইয়ে।

তবে কাল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ১২২ রানে হেরে সিরিজ খোয়ানোয় তিনে নেমে গেছে অস্ট্রেলিয়া। ফলে শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছে পাকিস্তান।

ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ৯৪ পয়েন্ট নিয়ে যথারীতি আছে সাত নম্বর অবস্থানে। নিউজিল্যান্ড আছে ছয়ে। আট, নয় ও দশে আছে যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা (৯২), আফগানিস্তান (৮০) ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৮০)।

মেসিকে ছাড়া

মাঠে নেমে বড় লজ্জা ইন্টার মায়ামির

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : হালকা ইনজুরি থাকায় বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি খেলেননি লিওনেল মেসি। অবশ্য মেসিকে ছাড়া সেদিন সহজেই জয় পায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। বিরতি শেষে ফের শুরু হয়েছে ক্লাবের ব্যস্ততা। মেসিও ফিরেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। তবে ইন্টার মায়ামির হয়ে এদিন মাঠে নামেননি আর্জেন্টাইন মহানায়ক। দলও দেখেছে বড় হারের মুখ।

১৬ সেপ্টেম্বর মেজর লিগ সকারে মেসিকেই ছাড়া মাঠে নেমেছিল ইন্টার মায়ামি। নিয়মিত অধিনায়ককে ছাড়া খেলতে নেমে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে স্রেফ উড়ে গেছে মেসির দল। ৫-২ গোলের হারের লজ্জায় ডুবেছে মায়ামি।

মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে এদিন শুরুটা অবশ্য আশা জাগানিয়াই ছিল মায়ামির। নিয়মিত গোল করা লিওনার্দো কাম্পানার গোলে ২৫ মিনিটেই লিড নিয়েছিল টাটা মার্টিনোর দল। তবে এরপরেই আটলান্টা তাণ্ডব শুরু করে। ৩৬ মিনিটে ত্রিস্তান মুয়ুম্বা সমতায় ফেরান আটলান্টাকে। এর পাঁচ মিনিট পরই কামাল মিলারের আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। তিন মিনিট পর ফের বল মায়ামির জালে। এবার গোল করেন ব্রুকস লেনন। দুই গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে জয় আটলান্টা।

বিরতি থেকে ফিরে মায়ামি ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করতে থাকে। গোলও পেয়ে যায়। দলের ও ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান কমান কাম্পানা। ৭৬ মিনিটে ফের গোল হজম করে মায়ামি। মেসিবিহীন দলটির বিপক্ষে এবার গোল করেন জিওর্জস গিয়াকউমাকিস। আর নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে মেসিদের কফিনে শেষ পেরেকটিও ঠুকে দেন টাইলর ওলফ।

চলতি মৌসুমে লিগে এটি ইন্টার মায়ামির ১৫তম হার। এখন পর্যন্ত ২৭ ম্যাচে মাত্র ৮টিতে জয় পেয়েছে মেসির দল। এছাড়া ৪ ম্যাচে করেছে ড্র। তাতে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে ১৫ দলের মধ্যে ১৪ নম্বরে আছে মায়ামি।

ম্যাচসেরার পুরস্কার

মাঠকর্মীদের উৎসর্গ করলেন সিরাজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপে পাল্লেকেলে অনুষ্ঠিত দুই ম্যাচের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি পণ্ড হয়। কলম্বোতে গ্রাউন্ডসম্যানদের আপ্রাণ চেষ্টায় ওভার কমিয়ে হলেও সুপার ফোরের সব ম্যাচই আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। যদিও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ গড়িয়েছিল রিজার্ভ ডেতে। আজ ভারত-শ্রীলঙ্কা ফাইনালেও বৃষ্টির পর দ্রুত মাঠ শুকান গ্রাউন্ডসম্যানরা। তাই বলতে গেলে এশিয়া কাপ মাঠে ফিরিয়েছেন গ্রাউন্ডসম্যানরা। আজ কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারত-শ্রীলঙ্কা ফাইনালে ম্যাচসেরা হন মোহাম্মদ সিরাজ। এই ভারতীয় পেসার তার পুরস্কারের অর্থ দিয়েছেন কলম্বোর গ্রাউন্ডসম্যানদের। ম্যাচসেরা হিসেবে ৫ হাজার ডলার পেয়েছিলেন তিনি।

বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই করে পিচ তৈরি করার দুর্দান্ত কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এসিসি ও শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডও গ্রাউন্ডসম্যানদের জন্য ৫০ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে।

এমবাপ্পের জোড়া গোল,

তবুও হারলো পিএসজি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : নিসের বিপক্ষে জোড়া গোল করলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। কিন্তু তাতেও তার দল পিএসজি হার এড়াতে পারলো না। শুক্রবার পার্ক দে প্রিন্সেসে লিগ ওয়ানের ম্যাচে নিসের কাছে ৩-২ গোলের ব্যবধানে হেরেছে পিএসজি। ম্যাচের ২১তম মিনিটে টেরেম মফির গোলে এগিয়ে যায় নিস। আট মিনিট পর সমতা ফেরান এমবাপ্পে। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-১ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য শুরু থেকেই আক্রমনাত্মক খেলা শুরু করে নিস। ফলও পেয়ে যায় ৫৩ মিনিটে। গায়েতানের গোলে এগিয়ে যায় নিস। এরপর ম্যাচের ৬৮ মিনিটে আবারও জালের দেখা পায় মফি। ৩-১ গোলের লিডে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় নিসের হাতেই। এরপর ৮৭ মিনিটে এমবাপ্পে একটি গোল পরিশোধ করলেও হারের স্বাদ নিয়েই মাঠ ছাড়ে পিএসজি।

শীর্ষ দল হিসেবে মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে স্বাগত জানাতে পারতো ফরাসি জায়ান্টরা। কিন্তু এই হারে ৮ পয়েন্ট নিয়ে নেমে গেলো তিনে। এক নম্বরে থাকা মোনাকোর চেয়ে দুই পয়েন্ট পেছনে তারা, আর দ্বিতীয় দল নিসের থেকে এক পয়েন্ট দূরে।

ঘরের মাঠে

লজ্জায় ডুবল ইউনাইটেড

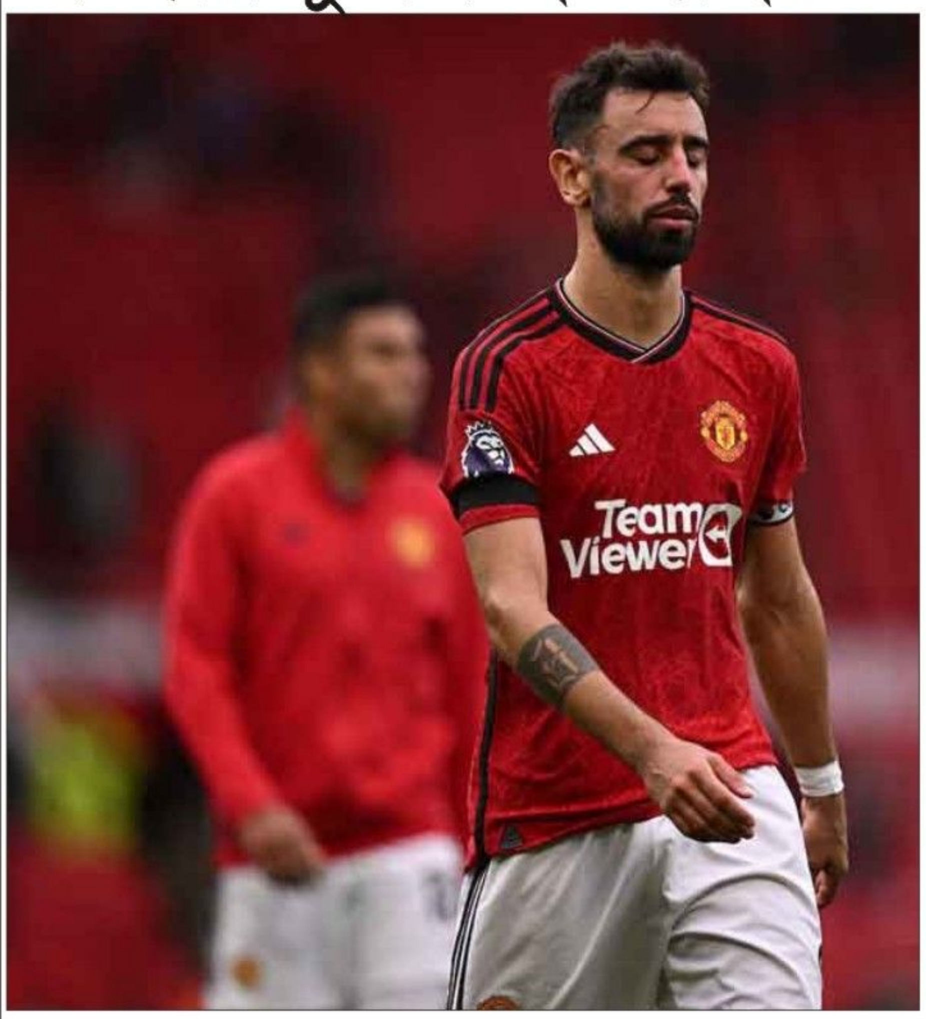

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দুঃসময় যেন কাটছেই না। এবার নিজেদের মাঠে ব্রাইটনের শিকারে পরিণত হয়েছে রেড ডেভিলরা। শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ব্রাইটনের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। প্রথমার্ধে ড্যানি ওয়েলব্যাকের গোলে এগিয়ে যায় ব্রাইটন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে প্যাসকেল গ্রব ও জোয়াও পেদ্রো আরও দুই গোল করেন। ইউনাইটেডের পক্ষে একটি গোল শোধ করেন হ্যানিবাল মেজব্রি।

এদিন ইউনাইটেডের শুরুটা দারুণ ছিল। আক্রমণে আক্রমণে ব্যস্ত রাখে ব্রাইটনের রক্ষণকে। তবে স্রোতের বিপরীতে গোল পেয়ে যায় ডি জার্বির ব্রাইটন। গত মৌসুমে দারুণ খেলা দলটিকে ২০ মিনিটে এগিয়ে দেন ড্যানি ওয়েলব্যাক। গোল হজমের পর আরও মরিয়া হয়ে ওঠে স্বাগতিকরা। ৪০ মিনিটে মার্কাস রাশফোর্ডের সহায়তায় গোল করেন ইউনাইটেডের নতুন সাইনিং রাসমুস হয়লুন্দ। তবে ভিএআরে দেখা যায় বল টাচলাইনের বাইরে চলে গিয়েছিল। ফলে বাতিল হয় এই গোল। এই গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ব্রাইটন।

বিরতি থেকে ফিরে বিবর্ণ হয়ে যায় ইউনাইটেড। ৫৩ মিনিটে রক্ষণের ভুলে ফের গোল খায় রেড ডেভিলরা। গোল করেন প্যাসকেল গ্রব। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি টেন হ্যাগের দল। উল্টো ৭১ মিনিটে ইউনাইটেডের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড জোয়াও পেদ্রো।

এর দুই মিনিট পর সান্ত্বনার গোল পায় স্বাগতিকরা। ২০ বছর বয়সী মিডফিল্ডার হ্যানিবাল মেজব্রি ইউনাইটেডের হয়ে ব্যবধান কমান।

এই হারে ৫ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ১৩ নম্বরে ইউনাইটেড। অন্যদিকে ১২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে ব্রাইটন।

বাংলাদেশের কাছে ভারতের হারে

স্বস্তি পাচ্ছে পাকিস্তান: শোয়েব আখতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এবারের এশিয়া কাপে ফেভারিট হিসেবেই নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু সুপার ফোরে ভারতের পর শ্রীলঙ্কার কাছেও হেরে যাওয়ায় শিরোপা লড়াইয়ে নাম লেখাতে পারেনি তারা। এমন বিদায়ের পরও সমর্থকদের মনে বইছে স্বস্তির সুবাস। সেটাই জানালেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার শোয়েব আখতার।

শুক্রবার নিয়মরক্ষার ম্যাচে ভারতকে ৬ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। যদিও ভারত আগেই ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল। তবে বাংলাদেশের জন্য এই জয় কিছুটা হলেও ফাইনালে খেলতে না পারার দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তানকেও খুশিতে ভাসিয়েছে টাইগাররা। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শোয়েব বলেন, 'ভারত কাদের কাছে ম্যাচ হেরেছে? বাংলাদেশের কাছে, যাদের ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা না গেলেও প্রতিদ্বন্দ্বী বলায় যায়। লজ্জাজনক হার। লোকজন পাকিস্তানের সমালোচনা করছে। বলছে, পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার কাছ থেকে মার খেয়েছে। শ্রীলঙ্কা কিন্তু ভালো দল। বাংলাদেশও খারাপ দল নয়, ওরাও ভালো দল। তারাও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে। বিশ্বমঞ্চে বড় বড় দেশকে চ্যালেঞ্জ জানায়। ওরা ভারতকে দারুণভাবে হারিয়েছে। এতে কিছুটা স্বস্তি হয়তো আমার মতো অন্য পাকিস্তানিরাও পাচ্ছে। ভারত অন্তত বাংলাদেশের কাছে তো হারল। ভারতের জন্য এটা একটা সতর্কবার্তা। পাকিস্তানকে হারিয়েই নিজেদের সেরা ভাবার সুযোগ নেই। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ম্যাচটাও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR